আল মাহমুদের
সনেট ও সনেটকল্প

কাবেদুল ইসলাম

আল মাহমুদের সনেট ও সনেটকল্প
কাবেদুল ইসলাম

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
পারভীন ইসলাম শিমু

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Al Mahmuder Sonnet O Sonnetkalpa by Kabedul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: April 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97729-0-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ফররুখ আহমদ

বাংলাসাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক ও সর্বাধিক সনেট-রচয়িতা
দুই কীর্তিমান মহারথিকে

মুখবন্ধ

আধুনিক বাংলা কবিতা বিশেষ করে বিশশতকের পাঁচ বা পঞ্চাশের দশক-পরবর্তী বাংলা কবিতা বাংলাদেশের মহান দুই কবির অনন্যসাধারণ কবিকৃতির আলোচনা ছাড়া যে কোনো বিচারে অসম্পূর্ণ থেকে যায় ও যাবে, তা বলাইবাহুল্য। স্বনামধন্য এঁরা হলেন শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ।

বস্তুত প্রথমজনকে যদি বলি আপাদমস্তক নাগরিক মন-মনন ও জীবনচেতনার কবি, তবে অন্যজনকে অবশ্যই বলতে হবে শহর ও গ্রামের সন্ধিরচনার অভূতপূর্ব রূপকার। দু'জনই যুগপৎ শক্তিমান এবং তুমুল পাঠকপ্রিয়ও বটে।

দু'জনই প্রচলিত ধারা এবং সেই ধারার বাইরে গিয়ে নানা মাত্রিক ও বিষয়কেন্দ্রিক অজস্র কবিতা রচনার পাশাপাশি বৃহত্তর অর্থে কবিতারই আরেকটি অন্যতম ঘরানা– 'সনেট'ও রচনা করেছেন। শামসুর রাহমান সনেট লিখেছেন আল মাহমুদের চেয়ে ৩-গুণেরও বেশি। অন্যদিকে তিনি যে পরিমাণ গদ্য রচনা করেছেন, আল মাহমুদ– গল্প, উপন্যাস, আত্মকথা-স্মৃতিকথা, ভ্রমণপঞ্জি, মননশীল রচনা অর্থাৎ প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কথিকা, সমালোচনা, মহাপুরুষের জীবনগাথা ইত্যাদি (কিশোর রচনা-সহ) মিলিয়ে শামসুর রাহমানের চেয়ে বহু গুণ বেশি গদ্য রচনা করেছেন। ফলত দু'জনের বিশিষ্টতা এই যে, তাঁদের গদ্য যেহেতু কবির গদ্য, সেহেতু সেগুলোর শৈলী, স্বাদ ও রসনিবৃত্তি ভিন্ন রকমের, তা বলাইবাহুল্য।

যাই হোক, এবিষয়ে বিশদ বলবার স্থান যেমন এটা নয়, তেমনি তার কোনো সুযোগও এখানে নেই। তবু উপরের কথাগুলোর অবতারণা করলাম এজন্য যে, আমরা ইতঃপূর্বে শামসুর রাহমানের সনেট নিয়ে একটি পূর্ণকলেবর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি (প্রকাশকাল ২০০৭)। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আল মাহমুদের সনেট ও সনেটকল্প (সনেটপ্রতিম রচনা) নিয়েও একটি গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করলাম। ফাঁকে এও জানিয়ে রাখি, জীবনানন্দ দাশের আশ্চর্য সৃষ্টি *রূপসী বাংলা* (যার অধিকাংশ কবিতাই মূলত সনেট) নিয়ে মৎপ্রণীত একটি গ্রন্থ ইতোমধ্যে (২০১৮) আলোর মুখ দেখেছে। এখন বাংলাসাহিত্যের অদ্যাবধি সবচেয়ে অধিক সংখ্যক (কেউ কেউ বলেন, এক হাজারেরও বেশি, তবে আমি নিশ্চিত নই, কেননা তাঁকে নিয়ে এখনও প্রাথমিক উদ্যোগই শুরু করিনি) সনেট-রচয়িতা কবি ফররুখ আহমদের সনেটসমূহ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়ন করতে পারলে, এ দুরূহ পথে দৌড়ানো আমার ক্ষান্তি হবে। জানি না, সে দুর্মর অভিলাষ আদৌ পূর্ণ হবে কি-না!

বরাবরের ন্যায় বলি, বস্তুত এজাতীয় ছোটখাট গবেষণা- বা সমালোচনাধর্মী কাজ করতে গিয়ে পরিবারের যাদেরকে আমি প্রায়ই তাদের প্রাপ্য সময় দেওয়া থেকে বঞ্চিত করি বা দূরে রাখি, আমার সেই অতিঘনিষ্ঠ, সবচেয়ে প্রিয় ও আপন জনেরা, যথা– স্ত্রী পারভীন ইসলাম শিমু (তার সঙ্গে ইতোমধ্যে ৩৪ বছরের যুগল জীবন অতিবাহিত করে ফেলেছি), দুইপুত্র শেখ মুহম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম পাভেল ও শেখ মুহম্মদ ওয়াসিউল ইসলাম বর্ষণ, একমাত্র কন্যা ফারহানা ইসলাম অজন্তা ও জামাতা আবদুল্লাহ আল রনী এবং তাদের একমাত্র কন্যা তথা আমার নাতনি, ছোট্টমণি রাসমিয়া নুজাইফা এলিসার কাছে আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি স্বীকার করছি (অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে একই ভবনে উপর-নীচে দু'টি সরকারি ফ্লাটে থাকার কারণে নাতনিটার সাহচর্য ইদানীং অনেকটা সময়ব্যাপীই পাই); আশা করি, বুঝমানেরা আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

আমার এ স্বল্পায়তন গ্রন্থটির প্রকাশনায় কবি প্রকাশনী এগিয়ে আসায়, এর স্বত্বাধিকারী-কর্ণধার, তরুণ কবি ও রুচিশীল গ্রন্থপ্রকাশক জনাব সজল আহমেদ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। উল্লেখ্য, এ প্রকাশনী থেকে ইতোমধ্যে আমার ৬টি কবিতা, ১টি ছোটগল্প এবং ১টি ছড়া ও কিশোর কবিতা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এখন সহৃদয় পাঠকবর্গ এটিকে সাদরে গ্রহণ করলে ধন্য হবো এবং পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

পরিশেষে এ গ্রন্থের যে কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি বা তথ্যজনিত ভ্রম, যা আমার অসতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে বা ক্ষুদ্র জ্ঞানে আসেনি, এবং সমালোচকী ব্যাখ্যার ঘাট্তি-অপরিপক্বতা, সেসব যদি সামান্যও দৃষ্ট হয়, সেজন্য আগেই আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৭

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায় ১৫
বিষয়বস্তু বা কাব্যভাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫
রূপকল্প বা গঠনশৈলী

তৃতীয় অধ্যায় ৩৭
ছন্দবিচার ও অন্ত্যমিল

চতুর্থ অধ্যায় ৪৭
অলঙ্কারাদি

পঞ্চম অধ্যায় ৭৫
চিত্রবিচিত্র

উপসংহার ৯১

পরিশিষ্ট ৯৩
আল মাহমুদের সনেট-পরম্পরা 'সোনালি কাবিন' : একটি পর্যালোচনা

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ১০৯

নির্ঘণ্ট ১১১

ভূমিকা

আল মাহমুদ[১] (১১ জুলাই ১৯৩৬–১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) আধুনিক বাংলা কবিতার বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্রমপ্রসারী কাব্যজগতের এক অবিচ্ছেদ্য ও অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর কবিতা আবহমান বাংলাকাব্যধমনীতে এমন এক নবতর রক্তপ্রবাহ সঞ্চালন করেছে যাতে চিরায়ত গ্রামবাংলা এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু নগরসভ্যতা আশ্চর্য মেলবন্ধনে আবদ্ধ ও কাব্যকলায় পরিস্ফুট হয়েছে। তবে আগেই জানিয়ে রাখা দরকার যে, এসংক্রান্ত বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে না থাকায় মূল বিষয়ে অনুপ্রবেশের সিঁড়িস্বরূপ আমরা প্রাসঙ্গিক দু'চারটি কথা সেরে নিতে চেষ্টা করব।

কবির রচনাসূত্রে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সাবেক মহকুমা, বর্তমানে জেলা– ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মৌড়াইল নামক গ্রামস্থ পৈত্রিকনিবাস 'মোল্লাবাড়ি'তে। তাঁর পিতা মীর আবদুর রব এবং মাতা রওশন আরা মীর। কবির পূর্বপুরুষগণ এঅঞ্চলে বহিরাগত হলেও কালক্রমে তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থে-প্রাচুর্যে বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তবে কবির জন্মের আগে থেকেই এ সম্ভ্রান্ত পরিবারটির আর্থিক দৈন্য ও ক্ষয়িষ্ণু দশা শুরু হলে একপর্যায়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল পরিবার-সংশ্লিষ্টদের। স্বাভাবিকভাবে স্বয়ং কবিকেও বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়ালেখার পাঠ অসমাপ্ত রেখেই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও উন্নত জীবনযাপনের বুকভরা আশায় নিতান্ত তরুণ বয়সে ছাড়তে হয়েছিল প্রিয় জন্মস্থানের মায়া।

অতঃপর তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী 'ঢাকা'য় বাস এবং তখনকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খণ্ডকালীন বা আপাত স্থায়ী সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজনের মাধ্যমে (কিছুকাল পত্রিকায় প্রুফ রিডারেরও কাজ করেছিলেন) দৈনন্দিন ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণের সমান্তরালে কাব্যচর্চাও করে চলেছিলেন অব্যাহতগতিতে। ফাঁকে বাম ঘরানার পত্রিকা সম্পাদনার কারণে জেলও খেটেছিলেন। মুক্তি পেয়ে চাকুরি।

---

১. কবি নিজেই লিখেছেন, "আমার দাদা আমার নাম রেখেছিলেন মীর মোহাম্মদ আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। আমি তা সংক্ষেপ করে আল মাহমুদ নামে লিখতে শুরু করেছি। আমার ডাকনাম পিয়ারু।" [*বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ*; দেখুন, আল মাহমুদ-রচনাবলি, দশম খণ্ড, ঐতিহ্য, জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা ৬৮।]

কবির বিয়েও হয়েছিল খুব অল্প বয়সে। ফলে জীবিকার কঠোর তাড়না এবং লেখালেখির ব্যস্ততায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জন বা সমাপন আর কখনই হয়ে ওঠেনি তাঁর। তবে স্বশিক্ষায় জীবনব্যাপী সুবিপুল দেশি-বিদেশি নানাবিধ সাহিত্যকর্ম, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিল্পকলা, সমালোচনা প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ ও অনুশীলনে ঈর্ষণীয় ধীশক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বস্তুত তথাকথিত প্রাতিষ্ঠনিক শিক্ষার যে অভাব বা ঘাট্‌তি, সেটি তিনি মিটিয়েছিলেন এভাবেই।

যাই হোক, এ কথাগুলো এখানে বলবার একটাই উদ্দেশ্য, আর তা হলো, কবির সুবিপুল রচনাকর্মের বিশেষ করে তাঁর নানা বিষয়ক ও স্বাদের কবিতা এবং সনেট ও সনেটকল্পগুলোর মৌল প্রতিপাদ্য ও প্রবণতা অনুধাবনের জন্য এটি জানা জরুরি। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মুসলিম বনেদি পরিবারে জন্মসূত্রে তিনি যেমন সম্প্রদায়টির ইসলামধর্মীয় বিধানানুসারী জীবনযাপনপ্রণালীর সূত্র, আচার-বিশ্বাস, ঐহিক-পারলৌকিক জ্ঞান, সামাজিক মর্যাদা-কৌলীন্য, লৌকিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তেমনি নবীন বয়সে সদাব্যস্ত শহুরে পরিবেশের ডামাঢোলে বিশেষ করে শিল্প-সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে যুগপৎ ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম ও বর্ধিষ্ণু নগরের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

আর এটিই আখেরে তাঁর জন্য সার্বিক দিক দিয়ে প্রভূত মঙ্গলজনক বিবেচিত হয়েছিল, বিশেষ করে তাঁর সৃষ্টিশীল মানসভূমির শৈল্পিক সত্তা গঠন এবং কাব্য জগতের বৈচিত্র্যময় উপাদানাদি সংগ্রহের ক্ষেত্র বিবেচনায়।

কাজেই নিঃসঙ্কোচে বলা চলে, যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি নিয়েই কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন আল মাহমুদ।

কবি, গবেষক ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ যথার্থই বলেছেন[১]:

> মধ্যপঞ্চাশে আল মাহমুদ প্রবেশ করেন এদেশের কবিতায়, কবিতা এবং আধুনিকতা নিয়ে। এদেশের প্রথম আধুনিক কবিদের অন্যতম তিনি; তাঁর কবিতার গ্রামীণতার চেয়ে অনেক–বেশি জরুরি ও তাৎপর্যবান ও উপকারী এই নতুন আলিঙ্গনকারী আধুনিকতা। পঞ্চাশের ও পঞ্চাশ-পূর্ববর্তী কবিতার পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখেই এই তাৎপর্যে জোর দিতে চাই আমি। আল মাহমুদ আধুনিকতাকে পল্লবগ্রাহকের মতো ধারণ করেননি, আধুনিকতার শিকড় প্রোথিত ও সঞ্চারিত তাঁর কবিতায়, তাঁর কবিতার শিখর একালের বাতাসে সমীরিত– কেবল শব্দে-ছন্দে-বহির্বিষয়ে নয়, আন্তরিক অর্থেই।

---

১. দেখুন তাঁর, *করতলে মহাদেশ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, অগাস্ট ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৬২।

আল মাহমুদের এখন পর্যন্ত মুদ্রিত রচনাবলির (ঢাকাস্থ 'ঐতিহ্য' নামীয় প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত) আলোকে এ কথা অনেকটা স্থিরভাবেই বলা চলে যে, ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থসংখ্যা ৩০ (শিশুদের জন্য রচিত ও মুদ্রিত ২টি ছাড়া)। এগুলোতে যেসব কবিতা (সনেট ও সনেটকল্পসহ) অন্তর্ভুক্ত, তার যদি একটি তালিকা তৈরি করা হয়, সেটি দাঁড়াবে নিম্নরূপঃ

আল মাহমুদের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ এবং তাতে গ্রন্থিত মোট কবিতা			
কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতা সংখ্যা	কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতা সংখ্যা
লোক লোকান্তর	৫১	অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না	২৯
কালের কলস	৩৫	এ কি অশ্রু এ কি রক্ত	৩৭
সোনালি কাবিন	৪১	একচক্ষু হরিণ	৩১
মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো	২৩	তোমাকে হারিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি	৩৬
বখতিয়ারের ঘোড়া	৩৩	পাখির কথায় পাখা মেললাম	৪৩
আরব্য রজনীর রাজহাঁস	৩১	তোমার গন্ধে ফুল ফুটেছে	৩৩
প্রহরান্তের পাশফেরা	১৯	তোমার রক্তে তোমার গন্ধে	৩৮
মিথ্যাবাদী রাখাল	২৬	নগরীর কথা নয় চাষবাসের গল্প	১৯
আমি, দূরগামী	২৪	প্রেমপত্র পল্লবে	৩০
হৃদয়পুর	৯	না কোনো শূন্যতা মানি না	৩৩
দোয়েল ও দয়িতা	২২	বিরামপুরের যাত্রী	১৮
দ্বিতীয় ভাঙন	২১	আমি সীমাহীন যেন-বা প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো	৪০
নদীর ভিতরে নদী	২১	তোমার জন্য দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ দিবস	একক
উড়ালকাব্য	২১	সেলাই করা মুখ	৩৩
বারুদগন্ধী মানুষের দেশ	৩৭	তুমি তৃষ্ণা তুমিই পিপাসার জল	একক

উপরে প্রদর্শিত ৩০টি গ্রন্থতালিকার সঙ্গে ২টি প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ, যথা– *মোল্লাবাড়ির ছড়া* এবং *পাখির কাছে ফুলের কাছে* ('ছড়া' অন্য দু'একটি কাব্যগ্রন্থেও রয়েছে) যোগ করলে মোট কাব্যগ্রন্থসংখ্যা দাঁড়াবে ৩২। এগুলোর মধ্যে বামপাশের তালিকাস্থ কাব্যগ্রন্থগুলোতে সনেট ও সনেটকল্প-সহ কবিতা রয়েছে (দৃশ্যত) ৪১৪টি। অন্যদিকে ডানপাশের তালিকার গ্রন্থগুলোয় দৃশ্যমানরূপে কবিতা রয়েছে ৪২১টি। এখানে 'দৃশ্যমান' কথাটি বলবার উদ্দেশ্য একটাই, বস্তুত কোনো কোনো

সনেট বা সনেটকল্প নামে অর্থাৎ শিরোনাম একটি, কিন্তু আদতে তাতে রয়েছে একাধিক রচনা। যেমন, তাঁর সুবিখ্যাত 'সোনালি কাবিন' একক-নামা কবিতা হলেও বাস্তবে এতে রয়েছে ১৪টি সনেট। একইভাবে *দোয়েল ও দয়িতা* কাব্যের *খরা সনেটগুচ্ছ*-এ আছে ৬টি এবং *খনার বর্ণনা : সনেট পঞ্চক*-এ ৫টি (কিন্তু নাম ৩টিরই ১টি করে)। সেই দৃষ্টিকোণে যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে বলতে হবে এখন পর্যন্ত তাঁর প্রাপ্ত ও প্রকাশিত কবিতাসংখ্যা বামের সারণি অনুযায়ী ৪১৪ এবং ডানের সারণি অনুযায়ী ৪২২, দু'টি মিলিয়ে ৮৩৬ এবং এর সঙ্গে ২টি ছড়াগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত যথাক্রমে ৫ ও ১৬টি মিলিয়ে ২১, অর্থাৎ কবিতা ও ছড়াগ্রন্থ মিলিয়ে মোট ৮৫৭। অবশ্য এই হিসেব একটু পরিবর্তিত হবে, প্রথমত, যদি ৩টি একক-নামা সনেট বা সনেটকল্পগুলোয় অন্তর্ভুক্ত মোট রচনাসংখ্যা গণ্য করা হয়, তাহলে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে 'সোনালি কাবিন'-এ ১৩ (নামেরটি বাদে), *খরা সনেটগুচ্ছ*-এ ৫ (নামেরটি বাদে) এবং *খনার বর্ণনা : সনেট পঞ্চক*-এ ৪ (নামেরটি বাদে) অর্থাৎ সাকুল্যে ২২ বেড়ে হবে (৮৫৭+২২) ৮৭৯। তবে এটা করতে গেলে সমস্যা হচ্ছে, শুধু সনেট বা সনেটকল্পে নয়, এমন অনেক কবিতা রয়েছে, যেগুলোর নাম একটি হলেও তাতে অন্তর্ভূত '১' '২' ইত্যাদি ক্রমে অনেকগুলো ছোট-বড় কবিতা বা কাব্যপঙ্‌ক্তি রয়েছে, এবং এগুলোর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কাজেই বিভ্রান্তি এড়াতে সেই হিসেবে না গিয়ে আমরা এখানে দৃশ্যমানভাবে প্রাপ্ত কবিতাসংখ্যাই বিবেচনায় নিতে চাই, নিয়েছিও।

দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রোক্ত রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলোর মধ্যে ৫টি কবিতা রয়েছে, যেগুলো বিদেশি কবিদের কবিতার অনুবাদ। এগুলো বাদ দিলে আদতে দাঁড়ায় ৮৭৪টি কবিতা। আবারও বলি যে, এ-হিসাব এপর্যন্ত প্রকাশিত রচনাবলির আলোকে তৈরি, ফলে ভবিষ্যতে আরও প্রকাশিত-মুদ্রিত কবিতা নতুনভাবে আবিষ্কৃত হলে বা পাওয়া গেলে এবং তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি বা অন্যসূত্রে লভ্য হয়ে স্বাভাবিকভাবে সেগুলো এর সঙ্গে যুক্ত হলে তালিকাসংখ্যা বাড়বে বৈ কী!

যাই হোক, পরবর্তী আলোচনায় আমরা মূলত সনেট ও সনেটকল্পগুলো নিয়েই আলোচনা করব। আর সেক্ষেত্রে কবির এ কথাটি স্মরণে রাখতে চাই[১]:

> আমি স্বপ্ন জগতের মানুষ, আমার কাছে নিরেট সত্য দাবি করা নির্দয়তা ছাড়া কিছু নয়। আমি বলব আমার কাহিনি। বলব আমি এভাবে জীবন কাটিয়েছি। কেউ বিশ্বাস করার ইচ্ছে থাকলে তিনি করবেন। কেউ মিথ্যার অভিযোগ উত্থাপন করলে আমি বলব যে কবির চেয়ে সত্যবাদী সমাজে খুব বেশি জন্মায় না।

---

১. *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ*; আল মাহমুদ-রচনাবলি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯।

প্রথম অধ্যায়

বিষয়বস্তু বা কাব্যভাবনা

কবিতা যে কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা যায়, লেখা হয়। ফলে নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, কোনো দেশেই কোনোকালে কবিরা এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কাব্য রচনা করেন না। বরং তাঁদের বিষয়বস্তু হয় বহুমুখী, বহুগামী– এককথায়, অনির্দিষ্ট ভাবনা-কল্পনা-উৎসারী।

আর আধুনিক কবিদের কাব্যরচনার ক্ষেত্র তো আরও সুবিস্তৃত, বিশেষত বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার, মানবসভ্যতার নিরন্তর অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় মানবিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, চিন্তার ব্যাপ্তি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সম্ভাবনার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে, সেইসূত্রে যুগসচেতন আধুনিক কবির চিন্তা-চেতনা তথা কাব্যবিষয়বস্তুও হচ্ছে শতমুখ-অভিসারী।

তারপরও বলতে হবে, বিজ্ঞান, যন্ত্রযুগ, জ্ঞানের প্রসার যতই বাড়ুক না কেন, মর্ত্যে মানুষ যেহেতু সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ার পাশাপাশি প্রবল অনুভূতিশীল হৃদয়বত্তারও সৃষ্টিশীল অধিকারী, সেহেতু সে চিরদুর্জ্ঞেয় কৌতূহলী মনের সবচেয়ে যে গভীর সংবেদনশীল অভিঘাত ও প্রকাশ, যাকে আমরা 'প্রেম' বলি, তা সে প্রেম জাগতিক বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে নর-নারীর একে-অপরের প্রতি হোক, কিংবা হোক অপার্থিব তথা সৃষ্টিকর্তা সমীপে আত্মনিবেদনার্তি, সবযুগে সবদেশে কবিরা বস্তুত প্রেমকে কেন্দ্র করেই বরাবর উত্তুঙ্গচারী কাব্যচর্চা করেছেন।

আল মাহমুদও এর ব্যতিক্রম নন। যদিও এ কথাও সত্য, উঠ্‌তি বয়সে অর্থাৎ যৌবনের সূচনায় কাব্যবিষয়বস্তু হিশেবে প্রেমের যে স্থান তাঁর অনুভবে, চিন্তনে ছিল, যেটি মূলত দেহগত বা একান্তই জৈবিক তাড়নানির্ভর ছিল, সেটি বয়সবৃদ্ধি, নবতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং বিশেষ করে চিন্তা-চেতনা ও আচরিত ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একচ্ছত্রাধিকার হারিয়েছিল বললে মোটেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যকথায়, এপর্যায়ে প্রেমের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাব্যপরিমণ্ডলে স্থান করে নিয়েছিল।

যাই হোক, বর্তমান অধ্যায়ে তাঁর সনেট ও সনেটকল্পগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনার আগে নিজের কাব্যের অধিগত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্বয়ং কবি কী বলেছেন, সেসম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব!

বিশশতকের আটের বা আশির দশকে তাঁর কাব্যসঙ্কলন যখন প্রকাশিত হয়

তখন, ৬টি কাব্যের সমাহার সেই গ্রন্থের ভূমিকাংশে কবি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন[১]:

> প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমিই আমার রচনার বিষয়বস্তু বলে ভাবতে আমার ভালো লাগতো। যেমন ভাবতাম, পুরুষ অর্থাৎ কবির কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর দৃশ্যমান জগতে আর কি আছে? আর কি কি আছে খুঁজতে খুঁজতে আমি সারা নিসর্গমণ্ডলকেই এলোমেলো করে ফেলেছি। এখন আর একের সাথে অন্যকে মেলাতে পারিনা [পারি না]। জাগতিক সব সৌন্দর্যবোধই শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিকর। যেমন হাস্যকর নদীর সাথে নারীর তুলনা। কবির প্রিয়তমা নারীর সাথে নিসর্গের কোনো তুলনা হোক বা না হোক কবির একটি প্রধান কাজ হলো এই উপমা উত্থাপন করে যাওয়া।

পরবর্তীকালেও নানা সময়ে নানাভাবে এজাতীয় উচ্চারণ করেছেন।[২]

> আমি সাহিত্যের পথের একজন দৃঢ় মানুষ। ... প্রেম নিয়ে আমি অনেক লিখেছি কবিতা, গল্প ও উপন্যাস। অথচ প্রেম আমার প্রিয় বিষয় নয়। প্রিয় বিষয় হলো মানব রহস্য, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম। আমি যৌনতা নিয়েও লিখেছি। কারণ আমার সমাজের এ বিষয়টির পরিব্যাপ্তি আমি লক্ষ করেছি। সাহিত্য সৃষ্টিতে আমি লজ্জাবোধ করি না। কারণ আমার পরিবেশটা যেমন আমি তো সেটাই যতটা সম্ভব রাখঢাক করে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

উপরে উদ্ধাহৃত দুটো উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়, 'প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমি' তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য, কিন্তু তাসত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, কাব্যজীবনের একটা সময় পর্যন্ত বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, *লোক লোকান্তর*, *কালের কলস* ও *সোনালি কাবিন* রচনার সময় পর্যন্ত প্রেম এবং তাও নর-নারীর দেহগত প্রেমই ছিল তাঁর আচরিত মুখ্য ভাবনাচারিতা, যার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ *সোনালি কাবিন* কাব্যভুক্ত একই-নামা অর্থাৎ 'সোনালি কাবিন' শীর্ষক ১৪টি অপূর্ব সনেট-পরম্পরা বা সনেটগুচ্ছ (Sonnet-sequence), যেটিকে নিঃসন্দেহে বলতে পারি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি [এতদ্বিষয়ক পৃথক আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

---

১. *আল মাহমুদের কবিতা*, আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮০, ঐ ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

২. *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ*; দেখুন, আল মাহমুদ-রচনাবলি, দশম খণ্ড, ঐতিহ্য, জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫৭।

নারীর প্রতি, বিশেষত সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসা, ঐকান্তিক অভীপ্সা কদাচিৎ সঙ্গোপন তো তিনি করেননি, উপরন্তু প্রেমের আরাধ্য ভুবনস্বরূপ তাঁর কাব্যচর্চার প্রধান কেন্দ্রভূমি বা বিচরণস্থল 'ঢাকা' যে পীঠস্থান ছিল, স্বীয় আত্মকথনেও সেটি অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন, তবে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর আরও কিছু পছন্দের বিষয়-আশয়। তাঁর কথায়[১]:

> ... আমি যা কিছু পছন্দ করি, সুখাদ্য, সুরুচি, সৌহার্দ এবং সুন্দরী নারী– সবই এই ঢাকা শহরেই আমি বারবার খুঁজে পেতে বের করতে পেরেছি।

একজন প্রেমিক কবির পক্ষে সুন্দরী নারীর প্রতি এর চেয়ে সোচ্চার ভাষণ, স্বীকারোক্তি আর হতে পারে না। কাজেই এপর্যায়ে প্রথমেই আমরা দেখতে চেষ্টা করব প্রেমিকা নারীর প্রতি তাঁর আত্মনিবেদনের ধরন।

প্রথম কাব্য *লোক লোকান্তরের* 'আমি' কবিতায় তিনি সগর্বে জানিয়েছেন–

> ফেরাতে পারি না মুখ যেই দিকে, সেই দিকে সে যে
> মত্ত নৃত্যরতা, আর ব্যথিতার ভঙ্গি তুলে ধরে
> আমার নিষিদ্ধ চোখ জেগে থাকে নিজের কোটরে/ ...
> তবু কি যে নির্বিকার, অথচ ধার্মিক নই আমি
> পৌঁছার আকাঙ্ক্ষা নেই কোনো সত্যে, কোনো দায়ভাগে
> ত্যাগেও অভ্যস্ত নই .../ আমি কারো স্বামী
> অথবা সন্তান নই, সাধারণ রাগে অনুরাগে
> হয় না রক্তের গতি ধাবমান–আমি শুধু আমি।

কবির এ প্রেমিকা-নারী তাঁর সঙ্গে এতই আত্মলীন, ঘনিষ্ঠ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, যার বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করা কাল বা মৃত্যুরও অসাধ্য। আসলেই মানুষের পঞ্চভূতের শরীর মৃত্যুতে ধূলিসাৎ, নিশ্চিহ্ন হয় বটে, কিন্তু তার চিরন্তন প্রেমিকসত্তার সমাধি রচিত হয় না। আর সে কথাই দীপ্র উচ্চারণে *আরব্য রজনীর রাজহাঁস* কাব্যের 'কালের অভয়' শীর্ষক কবিতায় জানিয়ে দেন কবি এভাবে–

> তুমি যে কবির নারী, প্রিয়তমা, কালের অভয়–
> প্রেমের সঙ্গীতে বাঁধা কামনার যন্ত্র অভিনব–
> এ কথা জানে না কাল, মৃত্যু আরো অজ্ঞ অতিশয়
> যাকে স্পর্শ করে, ভাবে সেই বুঝি মৃত্যুর বিষয়।

---

১. *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ*; আল মাহমুদ-রচনাবলি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯।

প্রেমিক-কবির সঙ্গে এ নারীর সংযোগ এতই গভীর, হার্দ্যিক যে একদা সে তার সফরসঙ্গিনী হতেও কার্পণ্য করেনি। যদিও জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তিনি তাকে হারিয়ে ফেলেছেন। তবে আজও তার সঙ্গচারিতার আতীব্র অভাব অনুভব করেন, তার কারণে আজও অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যায় তার–

সফরসঙ্গিনী এক ছিল বটে আহারে মৈথুনে
গ্যাসের শিখার তাপে জ্বাল দিত পার্থিব সালুন;/ ...
নির্বাক নয়ন মেলে কবিতার কর্তব্যে সজাগ–
বসে থেকে বলবে না, এই ঝাল, এইখানে পানি
পরিতৃপ্ত হয়ে এসো আরও দেব শয্যার সোহাগ।
বাসি বকুলের মতো সে মালা শুকিয়ে গেছে কবে
ভুলে গেছি সেই মুখখানি, যৌবনের চিহ্ন কতিপয়
বিদেহী বাজারে এসে ভুলে আছি নিজেরই বৈভবে
তবু সে ফুলের গন্ধে জর্জরিত আত্মার বিষয়।
তবে কি তোমাকে ছাড়া মোনাজাতও ঠেকে না কিনারে?
পার্থিব দেহের দুঃখ ডুকরে ওঠে মেঘের মিনারে।
(লাগে না আগুন পানি; *আমি দূরগামী*)

কবিদের জীবনে একাধিক নারীর আগমন বা উপস্থিতি, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কোনো নতুন বা বিচিত্র ঘটনা নয়। বরং সব দেশে সব যুগে অসংখ্য খ্যাতনাম, অখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের জীবনে এটা ঘটেছে, হরহামেশা ঘটছে। বাঙালি কবি-সাহিত্যিকেরাও এর কোনো ব্যতিক্রম নন, যেমন নন কবি-কথাকার আল মাহমুদ। বস্তুত তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাসমূহ এবং বিভিন্ন কাব্যের নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণে এ সত্য ধরা পড়ে, অন্যভাবে বললে বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর কবিতাগুলোই এর জাজ্বল্য লৈখিক প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। কেননা, কবি নিজেই বলেছেন[১]:

> কবির প্রতিটি রচনাই রূপান্তরিত সত্য মাত্র। কিংবা বলা যায় অলজ্ঘিত সত্য। প্রকৃত কবিরা কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেন না। নিতে পারেন না। তবে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

তাই তিনি ইনিয়ে-বিনিয়ে হোক, কি নারীকে 'প্রকৃতি' বা অন্য কোনোভাবেই চিত্রিত করার চেষ্টা করেন না কেন, একটা সত্য এর অন্তর্নিহিত থেকেই যায়।

---

১. *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ*; আল মাহমুদ-রচনাবলি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪।

কাজেই কবি যখন নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো বলেন, তখন এর মধ্যে নারীর প্রতি তাঁর এক ধরনের চিত্তদৌর্বল্য, রক্তাভ সংরাগই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

> কবি যে শুধু মানব সমাজের খুঁটিনাটি বাজিয়ে দায়িত্ব শেষ করতে পারেন এমনও নয়, তাকে পাখি, পতঙ্গ, গাছপালা, লতাগুল্মের দিকেও তাকাতে হয়। নারীর প্রতি আগ্রহ সমতুল্য মর্যাদায় উল্লেখ করতে হয়। পাখি, পতঙ্গ, গাছপালা কবিকে সাক্ষী মানতে আসে। কিন্তু কবি নিজেই সাক্ষ্য দেয় যে, এরা তার আত্মীয়। তবে স্বীকার করতে হবে যে, নারী একাই একশো। কারণ তার দেহবল্লরীর মধ্যে প্রকৃতি নিচয়ের প্রতিরূপ বিম্বিত আছে। পৃথিবীতে যা কিছু মানুষকে আবিষ্ট করে তার সবই মানবী দেহমানবতার মতো ধরে রেখেছে। এ জন্য নারীকে বলা হয় প্রকৃতি।[১]

তার পরও স্বীকার্য, কবির নারীপ্রেম সর্বদা দৈহিক সংসর্গে গিয়ে শেষ হয়নি। অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা, বিরহজ্বালা তাকে ছুঁলেও প্রিয় নারীর সান্নিধ্য কামনায় তবু ছেদ দেন না। উল্টো সমৃদ্ধির ও প্রাচুর্যের প্রলোভন দেখান তাকে–

স্বপ্নের কিষাণ এক রহস্যের বীজ নিয়ে হাতে
তোমার জমিনে এসে দাঁড়িয়েছে নীরবে নিভৃতে;/ ...
আমাকে কি দেবে বল তোমার মাটিতে চাষ দিতে?
তোমার সমগ্র সত্তা ফলবান করে দিতে পারি
রহস্যের ফুৎকারে ফলভারে নুয়ে যাবে তোমার প্রান্তর;
(স্তব্ধতার চাষী; *নদীর ভিতরে নদী*)

কিংবা–

অতৃপ্তির কারাগারে তোমাকেই হাতড়ে ফেরে মন
যদিও পেয়েছি ছোঁয়া কিন্তু ঠিক সম্পূর্ণ যে নারী
সেই ঘট পান করে তৃপ্ত আজো হয়নি জীবন,/ ...
কী মাখন পাও তবে প্রেমিকের নিত্য পরাভবে
দেহের মন্থনবিষে যে শরীর নগ্ন, বিবসনা।/ ...
ছুঁতে চাই আসক্তির আরো গূঢ় রহস্যের তল
(দেহতত্ত্ব; *আরব্য রজনীর রাজহাঁস*)

---

১. *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ*; আল মাহমুদ-রচনাবলি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪।

তবু শেষ পর্যন্ত প্রেমিকা-নারীর জন্য হতাশাবোধ, খেদ তার থেকেই যায়। তাকে আহ্বান করেন তাই ভিন্নভাবে, ভিন্ন পথে–

> আমার নগ্নতা দেখো ফুলে ওঠা নায়ের বাদাম
> ইচ্ছার বাতাস ভরে ভেসে যায় বাসনার জলে,/ ...
> তোমার চোখের নদী কালো হোক চোখের কাজলে
> অতৃপ্ত চুমোয় লাল লাজরক্তে ফেটে যাওয়া গাল
> চেপে ধরে ঢেকে দাও এ কবির মান অভিমান
> গুল্মের প্রলেপে কবে ঢাকা থাকে প্রেমের নিরালা?
> (সনেট; *মিথ্যাবাদী রাখাল*)

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কবিতার উদ্ধাহৃত এসব পঙ্‌ক্তিতে যে বক্তব্য বিধৃত, তাকে কতটা কবির ব্যক্তিজীবনচারিতার অংশ বলা যাবে? উত্তরে শুধু এটুকুই বলব, বস্তুতপক্ষে এর মধ্যেই সততায়-কল্পনায়, আলোকে-অন্ধকারে তাঁকে খুঁজে নিতে হবে, কারণ সব সত্য প্রকাশ্য নয়। কবি নিজেও বলেছেন[১]:

> *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ* এই শিরোনামে যা কিছু লিখেছি তার কিছু খণ্ডচিত্র মাত্র একজন কবির জীবনে। কিন্তু এটা জীবনের কোনো সামগ্রিক চিত্র নয়। যদি কেউ আমার সমগ্র সাহিত্য এবং জীবনের কেচ্ছা নিয়ে আমাকে জানতে চান তাহলে সেটা পাঠকের পরিশ্রমের ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে চর্চা করতে গিয়ে সেখানে আমাকেই পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে এই ধারণা যে, আমি কবি ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না। কিছুই না।

কবিতাতেই সর্বাধিক প্রতিবিম্বিত তিনি। যদিও তিনি এও বলেছেন[২]–

> কবির জীবন সবটাই উদ্ঘাটিত হওয়া অনুচিত। তবুও কবির জীবনও যেহেতু মানুষেরই জীবন, সে জন্য তার সৃজনরীতি ও কবিতাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে কবি এর [যপ্রা] অল্পবিস্তর আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি। আমি যা কিছু সুন্দর, নিখুঁত, লাবণ্যময় সেসবের প্রতি সারাজীবন আগ্রহী থেকেছি।

---

১. *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ*; আল মাহমুদ-রচনাবলি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪।
২. প্রাগুক্ত, ১৬৪।